চাপের মুখে আইএসপি ব্যবসা

ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী (আইএসপি) প্রতিষ্ঠানগুলোর টেলিফোন সংযোগের মাসিক ভাড়ার বৃদ্ধির সরকারি উদ্যোগে আবার চাপের মধ্যে পড়তে যাচ্ছে দেশের ক্রমঅগ্রসরমান আইএসপি ব্যবসা। সরকারের নতুন প্রস্তাব অনুযায়ী এখন থেকে আইএসপিগুলোকে টেলিফোন প্রতি বর্তমান ভাড়া ৬ গুণ বেশি ভাড়া দিতে হবে। আর এতে দেশের ৭০টির বেশি আইএসপির অতিরিক্ত মাসিক ব্যয় বৃদ্ধি পাবে প্রায় ৫০ লাখ টাকা। অতিরিক্ত ব্যয়ের বোঝা বহন করে ভুক্তভোগী হবে দেশের ১ লাখের বেশি ইন্টারনেট ব্যবহারকারী।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, আইএসপি ব্যবহৃত ফোন থেকে রাজস্ব আসছে না বলে বিটিটিবির প্রস্তাবে সরকার আইএসপি ফোন লাইনের ভাড়া বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছে। সরকারের বক্তব্য, বাণিজ্যিক ফোন লাইন থেকে বিটিটিবি প্রতি মাসে যেখানে ২০০০ টাকা পাচ্ছে সেখানে আইএসপিগুলো দিচ্ছে সাধারণ গ্রাহকদের মতো ১৫০ টাকা। তাই বিটিটিবি'র নতুন প্রস্তাব অনুযায়ী ঢাকার আইএসপিগুলোকে লাইন প্রতি ১০০০ টাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটের আইএসপিগুলো ৮০০ টাকা, রাজশাহী ও খুলনার আইএসপি ৭০০ টাকা, বগুড়ার আইএসপিগুলোকে ৬০০ টাকা মাসিক লাইন চার্জ প্রদান করতে হবে।

১৯৯৬ সাল থেকে শুরু হওয়া আইএসপি ব্যবসা বিগত সরকারের কিছু ইতিবাচক ভূমিকায় ব্যাপক সম্প্রসারিত হয়। তারপরও দেশের ৭০টির বেশি আইএসপি'র গ্রাহক সংখ্যা এখন ১ লাখের মতো। তাই আইএসপি ব্যবসার বাজার খুব ছোট এবং তীব্র প্রতিযোগিতাপূর্ণ। ডায়াল পদ্ধতির এসব আইএসপিগুলো অর্থের বিনিময়ে বিটিটিবি থেকে সীমিত অবকাঠামো সুবিধা নিয়ে চেষ্টা করছে গ্রাহকদের সর্বনিম্ন মূল্যে ইন্টারনেট সেবা প্রদানের। স্বাভাবিকভাবে তাই আইএসপিগুলোর অর্জিত রাজস্ব আহামরি কিছু নয়, খুবই সীমিত। এমনিতেই গত নবেম্বরে ইন্টারনেট টেলিফোনি (ভিওআইপি) অবৈধ

শীর্ষ দশ

তথ্যপ্রযুক্তি সংবাদ

দেশীয়

১ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন তার সরকার রাজধানী ও বড় বড় শহরগুলোর পাশাপাশি নিভৃত গ্রামের স্কুলেও কম্পিউটার পৌঁছে দিতে চান। এ লক্ষ্যে সরকারের আর্থিক অসচ্ছলতার মধ্যেও স্কুল পর্যায়ে পৌঁছে দেয়ার জন্য ১০ হাজার কম্পিউটার কেনার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। আর এই কম্পিউটার যাতে স্কুলের শিক্ষকরা পরিচালনা করতে পারেন, সে জন্য তাদের যথাযথ ট্রেনিংও দেয়া হবে। প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন গত ৪ ফেব্রুয়ারি তার সরকারের ১০০ দিন পূর্তি উপলক্ষে বেতার ও টিভিতে জাতির উদ্দেশে দেয়া এক ভাষণে। প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন খাতে তার সরকারের ইতিমধ্যে গৃহীত পদক্ষেপ ও তার অগ্রগতি সম্পর্কে বক্তব্যে তথ্যপ্রযুক্তি প্রসঙ্গেও কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী একযোগে কম্পিউটার ও ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারে এগিয়ে আসার জন্য দেশের বিত্তবান ব্যক্তি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং এনজিওদের প্রতি আহ্বান জানান। দেশে ব্যাপক সংখ্যক ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন ও সাইবার ক্যাফে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন, 'আমি আমার বর্তমান সরকারের মেয়াদটিকে চিহ্নিত করতে চাই কম্পিউটার শিক্ষা বিস্তারের সময় হিসেবে।'

২ বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির (বিসিএস) নেতৃবৃন্দ ২০০৩ সালকে 'তথ্যপ্রযুক্তির বছর' হিসেবে চিহ্নিত ও ঘোষণা করার জন্য রাষ্ট্রপতি ডা.একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরীর কাছে আহ্বান জানিয়েছেন। গত ৫ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বঙ্গভবনে এক সৌজন্য সাক্ষাৎকালে বিসিএস নেতৃবৃন্দ ঐ আহ্বান জানান।

বিসিএস সভাপতি মোঃ সবুর খানের নেতৃত্বাধীন ৫ সদস্যের এ প্রতিনিধি দল তথ্যপ্রযুক্তির অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও আনুষঙ্গিক বিভিন্ন বিষয়ে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং আগামী এপ্রিলে ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হবার জন্য রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ জানান।

৩ গত ৬ ফেব্রুয়ারি ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই) -এর কনফারেন্স সেন্টারে অনুষ্ঠিত হলো 'ব্যবসায় ইন্টারনেটের প্রয়োগ' শীর্ষক সেমিনার। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী মোঃ লুৎফর রহমান খান আজাদ। মন্ত্রী বলেন, অচিরেই দেশের প্রতিটি জেলাকে ইন্টারনেটের আওতায় আনার পদক্ষেপ নেয়া হবে।

এফবিসিসিআই সভাপতি ইউসুফ আবদুল্লাহ হারুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন দেশের অন্যতম ইন্টারনেট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান আইএসএন-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এসএম ইকবাল। অন্যান্যের মধ্যে সেমিনারে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির (বিসিএস) সভাপতি মোঃ সবুর খান।

৪ গত ৩ ফেব্রুয়ারি থেকে দেশে শুরু হয়েছে তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান 'মাইক্রোসেল মাল্টিমিডিয়া'র প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। এ উপলক্ষে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রী আবদুল্লাহ আল নোমান। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বন ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী জাফরুল ইসলাম চৌধুরী, বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি (বিসিএস) ও বেসিসের সাবেক সভাপতি এসএম কামাল, চ্যানেল আইয়ের শাইখ সিরাজ প্রমুখ। মাইক্রোসেল মাল্টিমিডিয়া প্রাথমিকভাবে ডিটিপি, ওয়েব পেজ ডিজাইন, থ্রিডি গ্রাফিক্স, এনিমেশন প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। আর সফলভাবে কোর্স সমাপ্তকারী শিক্ষার্থীরা শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজের সুযোগ পাবেন স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল 'চ্যানেল আই'-এর নিজস্ব স্টুডিওতে।

৫ যুব সমাজকে স্বল্প খরচে মানসম্মত কম্পিউটার শিক্ষা ও ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে সম্প্রতি কার্যক্রম শুরু করেছে ওয়ার্ল্ডভিউ মাল্টিমিডিয়া এডুকেশন। এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ মানবাধিকার ব্যুরোর সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ শাহজাহান।

ঘোষণার মাধ্যমে সরকারের নির্বিচারে ৬৯টি আইএসপি'র ফোন সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ আইএসপিগুলোকে চাপের মধ্যে ফেলে। বড় অঙ্কের পুনঃসংযোগ ফি আর গ্রাহকদের সেবা প্রদান বিঘ্নিত হওয়ায় উল্লেখযোগ্য আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয় আইএসপিগুলো। আর তাই এখন সরকারের ফোন লাইনের ভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্তে আবারো নিশ্চিত চাপের মধ্যে পড়বে আইএসপি ব্যবসা। বাংলাদেশ ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (আইএসপি) এসোসিয়েশন সরকারের এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়েছে। আইএসপি ফোন থেকে রাজস্ব পাচ্ছে না– সরকারের এ বক্তব্যের জবাব দেয়া হয়েছে এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে।

বিটিটিবি'র প্রায় সাড়ে ছয় লাখ ফোনের মাত্র তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার ফোন লাইন ব্যবহৃত হচ্ছে ইন্টারনেট সেবা প্রদানে। বিটিটিবির এ সাড়ে ছয় লাখ ফোন থেকে ফোন প্রতি ১৫০০-২০০০ টাকা রাজস্ব এলে বছরে সরকারের মোট রাজস্ব আসার কথা ১ হাজার কোটি থেকে ১৫শ' কোটি টাকা। অথচ আইএসপিগুলো ফোন লাইন থেকে ১ হাজার করে ভাড়া আদায় করলে বছরে মোট রাজস্ব দাঁড়াবে ৪ কোটি টাকার কিছু বেশি,

বিটিটিবি বনাম আইএসপি : অসম প্রতিযোগিতা

আইএসপিগুলোর কাছে ফোন সার্ভিস বিক্রি করছে বিটিটিবি। আবার বিটিটিবি নিজেও আইএসপি হয়ে দেশের অন্যান্য আইএসপিগুলোর ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছে। সম্প্রতি বিটিটিবি'র ইন্টারনেট সেবা ১২টি জেলায় সম্প্রসারিত হয়েছে এবং আগামীতে ৬৪টি জেলায় বিস্তৃত হবে। তবে এখন পর্যন্ত ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের বড় অংশটা ব্যক্তি মালিকাধীন আইএসপি'র সেবা গ্রহণকারী। ডায়ালআপ পদ্ধতিতে ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী এসব আইএসপি'র কার্যক্রম প্রায় পুরোপুরি বিটিটিবি নির্ভর। তারপরও আইএসপিগুলো চাহিদা অনুযায়ী ফোন লাইন পাচ্ছে না। উচ্চ ব্যান্ডউইথের সংযোগ মিলছে না। তাই দ্রুতগতির ইন্টারনেটের দ্রুত সংযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে দেশের ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা। অন্যদিকে বিটিটিবি বিনামূল্যে ভোগ করছে নিজস্ব অবকাঠামোর ব্যাপক সুবিধা। এ অবস্থায় আইএসপি হিসেবে বিটিটিবির কার্যক্রম যুগোপযোগী হলেও দেশের আইএসপি ব্যবসায় সৃষ্টি করছে অসম ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ বাণিজ্যিক পরিবেশ। অতি সম্প্রতি বিটিটিবি তার ইন্টারনেট চার্জ হ্রাস করেছে। পিক আওয়ার ও অফ আওয়ারের বর্তমান চার্জ যথাক্রমে ৫০ পয়সা ও ৩০ পয়সা আর সংযোগ ফি ২০০০ টাকা থেকে ১০০০ টাকা নির্ধারণ করেছে। বিটিটিবির এ উদ্যোগ প্রশংসাযোগ্য। কিন্তু অন্যদিকে আইএসপিগুলোর ব্যবহৃত ফোনের মাসিক ভাড়া কয়েকগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় বিটিটিবি'র ভূমিকা প্রশ্নবোধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশে ইন্টারনেটের ব্যবহার সম্প্রসারণ ও বৃদ্ধিতে বিটিটিবি'র তথা সরকারের এ স্ববিরোধী ভূমিকা দেশের তথ্যপ্রযুক্তিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

আন্তর্জাতিক

১ নিজেদের মধ্যে যেকোনো প্রকার প্রযুক্তিগত বৈষম্য (ডিজিটাল ডিভাইড) দূর করার ওপর জোর দিয়েছেন পৃথিবীর আরব জাতিভুক্ত দেশগুলোর ব্যবসায়ী নেতারা। এ ব্যাপারে জোরালো মতামত প্রকাশ করা হয় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত আরব ব্যবসায়ীদের এক শীর্ষ সম্মেলনে। এ সম্মেলনে তথ্য প্রকাশ করে বলা হয়, আরব জাতিভুক্ত দেশগুলোর সাড়ে ২৭ কোটি জনগণের মধ্যে মাত্র ৩৫ লাখ মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করে। আর এ অঞ্চলের দেশগুলোর পারস্পরিক বাণিজ্যে ই-কমার্সের অবদান মাত্র ০.১ শতাংশ। অথচ এ অবস্থার আমূল পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বা দক্ষ জনবল কোনোটিরই অভাব এই দেশগুলোতে নেই।

২ পরমাণুর সমান ইলেকট্রনিক কম্পিউটার চিপ তৈরির সাফল্যকে ২০০১ সালের সেরা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বলে স্বীকৃতি দিয়েছে বিজ্ঞানবিষয়ক বিশ্বখ্যাত সাময়িকী 'সায়েন্স'।

৩ চিপ জায়ান্ট ইন্টেল কর্পোরেশন সম্প্রতি বাজারে ছেড়েছে এ পর্যন্ত আসা সবচেয়ে দ্রুতগতির মাইক্রো প্রসেসর। এ প্রসেসরের গতি ২.২ গিগাহার্টজ, যা প্রচলিত ডির‍্যামের চেয়ে অনেক বেশি দ্রুতগতির হবে।

ইন্টারনেটে অবাধ পরিভ্রমণের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে

৪ যাচ্ছে রাশিয়ার আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো। এ লক্ষ্যে সম্প্রতি দেশটির অভ্যন্তরীণ মন্ত্রণালয় সংসদে প্রয়োজনীয় বিল উত্থাপনের জন্য কাজ শুরু করেছে।

বিশ্বখ্যাত চিপ নির্মাতা অ্যাডভান্স মাইক্রো ডিভাইস (এএমডি)

৫ সম্প্রতি ল্যাপটপ কম্পিউটারের উপযোগী এ সময়ের সবচেয়ে দ্রুতগামী প্রসেসর বাজারে ছেড়েছে। এর গতি ১.৩ গিগাহার্টজ।

মাহবুব আনোয়ার শুভ

প্রাইম ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ লভ্যাংশ বোনাস শেয়ার প্রদানের জন্য সুপারিশ

প্রাইম ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদ বাংলাদেশ ব্যাংকের অন-আপত্তি সাপেক্ষে ২০০১ সালের বার্ষিক হিসেবের ভিত্তিতে ৩০% নগদ লভ্যাংশ এবং ৫টি বর্তমান শেয়ারের বিপরীতে একটি বোনাস শেয়ার প্রদানের জন্য সুপারিশ করেছে।

গত ৭ এপ্রিল ২০০০ সালে ষষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভায় বাংলাদেশ ব্যাংক এবং শেয়ারহোল্ডারগণের অনুমোদনের ভিত্তিতে নগদ ৩০% এবং ৪টি বর্তমান শেয়ারের বিপরীতে একটি বোনাস শেয়ার প্রদান করেছিল। ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ১৫ এপ্রিল ২০০২ সালে ব্যাংকের সপ্তম বার্ষিক সাধারণ সভা হোটেল শেরাটনের উইন্টার গার্ডেনে অনুষ্ঠিত হবে।

উল্লেখ্য, প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড বিগত ২০০১ সালে ৭৫.৬১ কোটি টাকা (নিরীক্ষিত) পরিচালন মুনাফা অর্জন করেছে। গত বছরের অর্জিত ৫৯.৩২ কোটি টাকার মুনাফার তুলনায় এক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির হার ২৭%। রিটার্ন অন অ্যাসেটের হার ৪.৮০% যা দেশের ব্যাংকিং খাতের অনন্য রেকর্ড। আমানতের পরিমাণ গত বছরের ১১১৬.৮৭ কোটি থেকে বেড়ে ১৩২৫.৯৯ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির হার ১৯%। ঋণ পোর্টফোলিওর পরিমাণ ৯০৭.৪৯ কোটি টাকা যা ২০০০ সালের ৭৬৬.৭৭ কোটি টাকার তুলনায় ১৮% বেশি।

বৈদেশিক বিনিময় ব্যবসা ২৭৬১.৪২ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে, পূর্ববর্তী বছরের ২৪০২.৯৫ কোটি টাকা অপেক্ষা ১৫% বেশি। মূলধন পর্যাপ্ততার হার ১৭.৫০% যা প্রয়োজনীয় ৮%-এর তুলনায় অনেক বেশি। ব্যাংক দক্ষতার সঙ্গে তার ঋণ পোর্টফোলিও নিয়ন্ত্রণে রেখে মোট ঋণের মধ্যে নন-পারফর্মিং ঋণ ২০০১ সালে ১.১৩%-এ কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। ২০০০ সালে এই হার ছিল ১.৪৯%। ঋণ-আমানতের অনুপাত ৬৮% যা তারল্যের মজবুত ভিত্তির নির্দেশক।

বর্তমানে যা ৬৩ লাখ টাকা। বিটিটিবির মোট রাজস্ব যেখানে হাজার কোটি টাকার বিষয়, সেখানে দেশের আইএসপিগুলোকে অর্জিত এখনকার ৬৩ লাখ কিংবা বর্ধিত হারের ৪ কোটি টাকা খুবই সামান্য। আইএসপি ব্যবহৃত ফোন লাইন সরকারের রাজস্ব প্রাপ্তির উৎস, হিসাব করে তা সহজে দেখানো যায়। যদি দেশের ১ লাখ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী দিনে একবার ইন্টারনেটে প্রবেশ করে তবে বিটিটিবির আয় হবে প্রতি মাসে ৫০ লাখ টাকার বেশি, ফোন প্রতি গড়ে ১৫শ' টাকা। এছাড়াও ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর কাছ থেকে আইএসপি চার্জের ১৫% মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) আদায় থেকে আসছে সরকারের আয়। এসব হিসাব থেকে দেখা যায় আইএসপির মাধ্যমে পরোক্ষভাবে সরকারের উল্লেখযোগ্য রাজস্ব আসছে।

আইএসপি ব্যবসায় বিটিটিবির রয়েছে তিন রকম ভূমিকা। বিটিটিবি আইএসপিগুলোর কাছে টেলিফোন সার্ভিস বিক্রি করছে, গ্রাহকদের ইন্টারনেট সেবা দিচ্ছে আবার আইএসপি ব্যবসার নীতি নির্ধারণ করছে। বিটিটিবি এরকম আইএসপি ব্যবসায় কোনো সুফল বয়ে আনছে না। অন্যদিকে সরকার ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের থেকে গ্রহণ করছে ১৫% ভ্যাট। বিটিটিবি'র পরিবর্তিত বিলিং পদ্ধতির করণে ১ টাকা ৭০ পয়সা খরচে একটানা নেট ব্যবহারের সুযোগ আর কোনো দেশী নেট ইউজার পাচ্ছে না। নতুন মাল্টিমিটারিং সিস্টেমে পিক আওয়ারে ৫ মিনিট এবং অফ পিক আওয়ারে ৮ মিনিট পার হলেই ইন্টারনেট ব্যবহার করতে হলে পরবর্তী ইউনিটের কলচার্জ গুনতে হবে। মোটের ওপর পিক আওয়ারে ১ ঘন্টা ব্রাউজ করলে ফোনের বিলের সঙ্গে যোগ হবে ১টাকা ৭০ পয়সার পরিবর্তে ২০ টাকা ৪০ পয়সা আর সেই সঙ্গে ISP বর্ধিত বিল তো আছেই। মোটের ওপর সরকারি তুঘলকী সিদ্ধান্তের শিকার হচ্ছে প্রায় ১ লাখ দেশী নেট ইউজার। দেশের তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার, শিক্ষা ও শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ইন্টারনেট বিষয়ে সরকারের বিশেষ নজর দেয়া প্রয়োজন। অবকাঠামোগত সুবিধা উন্নয়নের পাশাপাশি নীতি নির্ধারণেও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন।

ফয়সল আহসান

সিমেন্স আয়োজন করলো আইটি এন্ড সোলার ডে

গত ৯ ফেব্রুয়ারি সিমেন্স বাংলাদেশ লিমিটেড তাদের DITF ২০০০-এর প্যাভিলিয়নে আয়োজন করেছিল আইটি এন্ড সোলার ডে। এদিন সিমেন্সের সৌরশক্তি চালিত আইটি প্রোডাক্টগুলো প্রদর্শনী করা হয়। এছাড়া কোম্পানিটির কর্পোরেট ওয়েবসাইট 'সিমেন্স হাট'-এর ডেমো ভার্সন উপস্থিত আইটি টেলিকম এবং সোলার সেক্টরের প্রফেশনালদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহের সঞ্চার করে। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে টেলিফোন এবং ইন্টারনেট সুবিধা অপ্রাপ্যতার কথা

সিমেন্সের আইটি ও সোলার ডে'তে ডঃ পিটার অলবিশকে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করছেন। পাশে কর্পোরেট ম্যানেজার আফতাব মাহমুদ খুরশিদ (বাঁ থেকে ৪র্থ), টেলিকম ডিভিশন হেড খালেদ সামস্ (৩য়), পাওয়ার ডিভিশন হেড মোঃ নুরুউদ্দিনকে (২য়) দেখা যাচ্ছে

মাথায় রেখে আইটি এন্ড সোলার ডে'তে প্রদর্শন করা হয় সৌরশক্তি চালিত আইটি যন্ত্রপাতি এবং মোবাইল ফোনের মাধ্যমে নেট অ্যাক্সেসের পদ্ধতি। সিমেন্স বাংলাদেশের সিইও ড. পিটার অলব্রিশ-এর কনসেপ্ট এই পদ্ধতিতে এদেশে যেসব জায়গায় বিদ্যুৎ সংযোগ নেই সেসব স্থানেও সিমেন্সের সোলার প্যানেলের মাধ্যমে এনার্জি প্রাপ্ত পিসি, প্রিন্টার, ল্যাপটপ, স্ক্যানার ইত্যাদি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা সম্ভব হবে। তাছাড়া ল্যান্ড ফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থাতেও নেট অ্যাক্সেস পাওয়া যাবে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে। বর্তমানে সিমেন্স লক্ষ্মীপুরে সোলার এনার্জি চালিত আইটি যন্ত্রাপাতি এবং মোবাইল ফোনের সাহায্যে নেট সংযোগের একটি পাইলট প্রজেক্ট চালু করতে যাচ্ছে।

সিমেন্সের তৈরি যন্ত্রাংশগুলো টেলিকমিউনিকেশন এবং আইটি সেক্টরে বিশ্বব্যাপী অনেক আগে থেকেই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বাংলাদেশে সম্ভাবনাময় টেলিকমিউনিকেশন ক্ষেত্রেও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সিমেন্স। দেশব্যাপী টেলিফোন শিল্পসংস্থার পক্ষে মর্ডাণ চিপ-টাইপ পে-ফোনগুলো ইস্টল করেছে এ প্রতিষ্ঠান।

সিমেন্স সোলার এবং শেল রিন্যুঅ্যাবলস্ বিশ্বব্যাপী সোলার এনার্জি সিস্টেম প্রয়োগে এক সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। সিমেন্সের সোলার সিস্টেমগুলো অতি সম্প্রতি এদেশে বাজারজাত করা হচ্ছে, যা এদেশের বিপুল এনার্জি ঘাটতিকে কমিয়ে আনতে সাহায্য করবে বলে বিশেষজ্ঞগণ ধারণা করছেন। গ্রামীণ শক্তি বর্তমানে এই সিস্টেমগুলো ব্যবহার করছে। সিমেন্সের কর্মকর্তাদের মতে, এই প্রতিষ্ঠানের প্রোডাক্টগুলো ব্যবহারে প্রচলিত যন্ত্রপাতি (যেমন ইলেকট্রিক মোটর, ল্যাম্প প্রভৃতি) ব্যবহারে এনার্জি খরচ প্রচলিত হারের চেয়ে অর্ধেক কমে যাবে। সিমেন্সের আইটি ডিভিশন বিভিন্ন আইটি ও টেলিকম বিষয়ক সার্ভিস এবং সলিউশন অফার করছে।